মেহেরপুর সদর ইউসিসিএ লিঃ এর নির্বাচন সম্পন্ন; সভাপতি সামছুল আলম

মেহেরপুর সদর উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডের (ইউসিসিএ লিঃ) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি পদে ১০ ভোট পেয়ে মোঃ সামছুল আলম নির্বাচিত হয়েছেন।

রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোঃ আফাকুল ইসলাম ও মোঃ সামছুল আলম। নির্বাচনে আফাকুল ইসলাম ৭ ভোট এবং সামছুল আলম ১০ ভোট পান।

নির্বাচন শেষে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়ায় মোঃ সামছুল আলমকে সভাপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

এদিকে নির্বাচনী এলাকার ৫টি ব্লকের সদস্য পদে একজন করে প্রার্থী থাকায় সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪-এর ৩২(১) বিধি অনুযায়ী তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন নির্বাচনী এলাকা ব্লক-০২ থেকে মোঃ তাহাউদ্দীন, ব্লক-০৩ থেকে মোঃ শামসুল হক, ব্লক-০৪ থেকে মোঃ ইয়ারুল ইসলাম, ব্লক-০৫ থেকে মোঃ মফিউর রহমান এবং ব্লক-০৬ থেকে মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন।

অন্যদিকে সহ-সভাপতি পদে এবং নির্বাচনী এলাকার ব্লক-০১-এর সদস্য পদে কোনো প্রার্থী না থাকায় পদ দুটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচনী ফলাফলে সভাপতি পদে মোঃ সামছুল আলমের প্রাপ্ত ভোট ১০ এবং মোঃ আফাকুল ইসলামের প্রাপ্ত ভোট ৭ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিটির সভাপতি মোঃ মাহবুবুল হকসহ সংশ্লিষ্টরা ফলাফল ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে তিন ফসলি জমিতে বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামে তিন ফসলি কৃষিজমিতে বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

রোববার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে চাঁদবিল গ্রামবাসীর উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজেদ আলী ও শরিফুল ইসলাম বকুল।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা প্রধান সড়কের পাশে চাঁদবিল গ্রামের মৌজা নং-৯১ এলাকায় সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা চলছে। এলাকাটি কৃষিনির্ভর হওয়ায় এসব জমি অধিগ্রহণ করা হলে স্থানীয় কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে।

গ্রামবাসীর দাবি, চাঁদবিলের ৭১ নম্বর মৌজায় বিজিবি ব্যাটালিয়ন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ইতোমধ্যে প্রধান সড়কের পাশে ইম্প্যাক্ট হাসপাতাল, ব্র্যাক সিড অফিস, ফিলিং স্টেশন, ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানি, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় কৃষিজমির পরিমাণ অনেক কমে গেছে। অবশিষ্ট তিন ও চার ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হলে কৃষকদের জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়বে।

মানববন্ধনে চাঁদবিল গ্রামবাসীর পক্ষে জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার বলেন, “আমাদের গ্রামে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের বসবাস। গ্রামের একমাত্র মাঠটি ‘মেহেরপুর মাঠ’ নামে পরিচিত। সেখানে কৃষকদের পাঁচ থেকে ১০ কাঠা

করে সামান্য জমি রয়েছে। এসব জমি অধিগ্রহণ করে বিজিবি ব্যাটালিয়ন নির্মাণের কথা আমরা জানতে পেরেছি। ক্যাম্প হলে কৃষকেরা ওই জমিতে আর চাষাবাদ করতে পারবেন না। তাই আমরা জমি অধিগ্রহণ বন্ধের দাবি জানাচ্ছি।”

জেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাজেদ আলী বলেন, “চাঁদবিলের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ এসব জমিতে চাষাবাদ করে জীবন-জীবিকা ও সংসার পরিচালনা করেন। সামান্য এই জমির ওপরও যদি সরকারি হস্তক্ষেপ হয়, তাহলে পুরো এলাকার মানুষ অসহায় হয়ে পড়বে। কৃষকদের বাঁচাতে আমরা মানববন্ধন করছি। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। তিন ও চার ফসলি জমিতে সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা না করার দাবি রয়েছে। দেশ ও কৃষককে বাঁচাতে কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে।”

শরিফুল ইসলাম বলেন, “আমাদের গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। গ্রামের সামান্য পরিমাণ জমির মধ্যেই ইতোমধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। ফলে দিন দিন কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অবশিষ্ট জমিতে চাষাবাদ করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। কৃষকদের পাশাপাশি কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।”

তিনি বলেন, “আমরা কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করছি না। তবে কৃষকের শেষ সম্বল তিন ফসলি জমি নষ্ট করে কোনো স্থাপনা চাই না। কৃষিজমি রক্ষা করে বিকল্প জায়গায় বিজিবি বাটালিয়ন বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি জানাচ্ছি।”

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, কৃষিকাজের জন্য অবশিষ্ট সামান্য জমিটুকুও অধিগ্রহণ করা হলে এলাকার কৃষিনির্ভর মানুষ জীবিকা হারাবেন। তাই প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করে তিন ফসলি কৃষিজমি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপির অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এবং চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন সজিব আলী, আশরাফ আলী, আবুল কালাম, জাকের আলী, মতিউর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

মেহেরপুরে সবুজ ছায়া ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও মাদ্রাসায় ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর শহরের ঘোসপাড়ায় সবুজ ছায়া ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও ইসলামিয়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রেস্ট ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সবুজ ছায়া ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও ইসলামিয়া মাদ্রাসার পরিচালক আফরোজা ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তজউদ্দীন খানের ছেলে আব্দুল্লাহ আল নোমান ও তার সহধর্মিনী।

সহকারী শিক্ষক আব্দুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধরের সহধর্মিণী, জুডিশিয়াল সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের সহধর্মিণী এবং আহমদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রউশন আলী টোকনের সহধর্মিণী।

এ সময় স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং বিপুলসংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থী, হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রেস্ট ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার পেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

[redacted]

[redacted]

“[redacted]” [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে এ ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জামিনুর রহমান খান বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নের ওয়ার্ডকে মাদকমুক্ত রাখতে কমিটি গঠন করা হবে। পাড়া-মহল্লায় যাতে মাদক সেবন ও বিক্রি না হয়, সেজন্য সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখী করার পাশাপাশি মাদক ও কিশোর গ্যাংয়ের মতো সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব।

গাংনী দলিল লেখক সমিতির সভাপতি তোফাজ, সম্পাদক রাশেদুল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা দলিল লেখক সমিতির নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সমিতির সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে ১১ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়।

গতকাল শনিবার সকালে গাংনী উপজেলার দলিল লেখক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে তোফাজ রানা সভাপতি, রাশেদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক এবং রফিকুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

সমিতির প্রবীণ ও নবীন সদস্যদের সম্মতিক্রমে গঠিত নতুন কমিটির মাধ্যমে দলিল লেখকদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম বলেন, “বিগত সময়ে আমি

অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। আমার ওপর অর্পিত নতুন দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। দলিল লেখকদের সম্মান ও অধিকার রক্ষায় কাজ করতে চাই। আগামী দিনে গাংনী উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সদস্যরা যাতে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে কাজ করে যাব।”

তিনি বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানা গেছে।

নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ জানান, দলিল লেখকদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখা এবং সমিতির কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করাই নবগঠিত কমিটির অন্যতম লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ফাকের আলীর মৃত্যুতে সভাপতির পদটি শূন্য হয়। পরে সমিতির সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কাব্যশ্রী সম্মাননা পদক পাচ্ছেন মেহেরপুরের লেখক রফিকুর রশীদ

মেহেরপুরের বিশিষ্ট লেখক রফিকুর রশীদ সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘কাব্যশ্রী সাহিত্য সম্মাননা ২০২৬’ পদক পেতে যাচ্ছেন।

আয়োজকদের প্রকাশিত তালিকায় রফিকুর রশীদকে ‘আজীবন সম্মাননা’ বিভাগে মনোনীত করা হয়েছে। সাহিত্যচর্চা ও সৃষ্টিশীল লেখালেখিতে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

কাব্যশ্রী সাহিত্য সম্মাননা ২০২৬-এর অন্যান্য বিভাগে কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য ও ছোটগল্পসহ বিভিন্ন শাখায় লেখক-সাহিত্যিকদের সম্মাননা দেওয়ার কথা রয়েছে।

মেহেরপুরের কৃতী লেখক রফিকুর রশীদের এই সম্মাননা অর্জনে সাহিত্যাঙ্গনসহ মেহেরপুরবাসীর মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় কটূক্তির অভিযোগে যুবক আটক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তির অভিযোগে সঞ্জয় কুমার দাস নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে শুক্রবার রাতে মেহেরপুর শহরের গড়পুকুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক সঞ্জয় কুমার দাস মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের হিরন কুমার দাসের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে সঞ্জয় কুমার দাস তার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করতে দেখা যায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। তাকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘সঞ্জয় কুমার নামের এক যুবককে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

৪০০, চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২২০ এবং বাটা ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের পাইকারি দামও তুলনামূলক বেশি। প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ১৯০, তেলাপিয়া ২২০, পাঙ্গাস ১৮০, বড় গ্লাসকাপ ৩২০-৩৩০, ইলিশ ৬৮০, কাতলা ৩৭০, চিংড়ি ৭৫০, জিউল ৩০০, কই ২০০ এবং বাটা ২৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারে খাসির মাংস প্রতি কেজি ১১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। মুরগির মধ্যে বয়লার ১৭০-১৮০, সোনালি ২৬০-২৮০, লেয়ার ৩৪০-৩৫০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা পলাশ মিয়া বলেন, “আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। সপ্তাহে একদিন কাজ বন্ধ থাকে, তাই সেদিন বাজার করতে আসি। কিন্তু উপার্জনের টাকা দিয়ে বাজার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সবজি ও মাছ কিনতেই বেশি টাকা চলে যাচ্ছে।”

ক্রেতা মাসুম মিয়া বলেন, “আলু ছাড়া প্রায় সব সবজির দামই বেশি। এক কেজি বেগুন কিনতেই ১২০ টাকার বেশি লাগছে। বয়লার মুরগির চেয়েও অনেক মাছের দাম বেশি।”

মাছ ক্রেতা হাবিব মিয়া বলেন, “এক কেজি তেলাপিয়া মাছ ২২০ টাকা দিয়ে কিনলাম। প্রতি সপ্তাহেই মাছের দাম বাড়ছে। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য মাছ কেনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বড় মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি হলেও ইচ্ছা থাকলেও সাধ্যের মধ্যে হচ্ছে না।”

করলা চাষি আনিসুর রহমান বলেন, “টানা বৃষ্টিতে সবজির উৎপাদন কম হচ্ছিল। কীটনাশক ও শ্রমিকের খরচ দিয়ে আমাদের হাতে তেমন কিছু থাকত না। এখন একটু ভালো দাম পাচ্ছি। এতে উৎপাদন খরচ মিটিয়ে সংসার চালাতে পারব।”

কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী রুস্তম আলী বলেন, “বাজারে সব ধরনের সবজির সরবরাহ আছে। তবে ক্রেতার উপস্থিতি খুব কম। সারাদিনে দুই হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।”

ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান বলেন, “টানা বৃষ্টির পর রোদের তাপে অনেক সবজির উৎপাদন কমেছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে।

বাজারে ক্রেতার উপস্থিতিও কম। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বেশিরভাগ সবজির দাম ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।”

মাছ ব্যবসায়ী সুনিল কুমার হালদার বলেন, “চাহিদার তুলনায় বাজারে মাছ কম আসছে। অল্প আয়ের মানুষের মাছ কেনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বাজারে মাছের সরবরাহ স্বাভাবিক হলে দামও কমে আসবে।”

সাধারণ ক্রেতাদের দাবি, মাছ ও সবজির দাম কিছুটা কমলে তাদের জন্য বাজার করা সহজ হবে।

গাংনীতে পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ উদ্বোধনী ম্যাচে কাথুলী লাল দল জয়ী

“মাদকদ্রব্য ত্যাগ করি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ-সবল জীবন গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জেলা পুলিশের আয়োজনে শুরু হয়েছে ইউনিয়নভিত্তিক কাবাডি প্রতিযোগিতা।

শুক্রবার বিকেলে গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ‘পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট ২০২৬’-এর উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী খেলায় কাথুলী ইউনিয়ন লাল দল ৪১-৩২ পয়েন্টে কাথুলী ইউনিয়ন সবুজ দলকে পরাজিত করে জয় দিয়ে টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) জামিনুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী।

এ সময় ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ পলাশ পারভেজ, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুছাইন মাহমুদ, ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুল ও আনারুল ইসলাম, কাথুলী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির,

বিএনপি নেতা সাজ্জাদ হোসেন পলাশ, হুদা, খোরশেদ আলম খুশি, কুদ্দুস ও রহিদুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) জামিনুর রহমান বলেন, যুবসমাজকে মাদক ও কিশোর গ্যাংয়ের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রেখে সুস্থ-সবল জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। খেলাধুলাই পারে তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে।

উদ্বোধনী ম্যাচকে কেন্দ্র করে কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমী ও দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে দর্শকরা ম্যাচটি উপভোগ করেন।

আয়োজকরা জানান, টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচগুলোতেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে বিএনপির জনসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপির ৩১ দফা ও দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাব জনগণের মাঝে তুলে ধরতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক

সাহিদুল ইসলাম এবং শ্যামপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য পাঞ্জাব মণ্ডল।

শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেনের সঞ্চালনায় জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘এ দেশে ভারতের রাজনীতি চলবে না। বাংলাদেশের জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কষ্ট করেছেন। তিনি যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা না দিতেন, তাহলে আমরা সিকিমের মতো অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতাম।’

তিনি আরও বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষকই নন, তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সেক্টর ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন। মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি চাইলে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে দেশের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের কাছে হস্তান্তর করেছেন।’

কামরুল হাসান বলেন, ‘পরবর্তীতে আমাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপনাদের জন্য কষ্ট করেছেন। সর্বশেষ বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানও আপনাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাই এই দেশকে যদি রক্ষা করতে চান, এই দলকে যদি রক্ষা করতে চান এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন চান, তাহলে আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

জনসভায় উপস্থিত বিএনপির নেতাকর্মীরা বলেন, আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দল থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, জনগণ যেন তাকেই ভোট দেন। এ সময় তারা শ্যামপুর ইউনিয়নের বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে সাহিদুল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।